22/8/2000

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

উপবৃত্তি তথ্য বিশ্লেষণ– প্রতিক্রিয়া

নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকার উপবৃত্তি চালু করলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে ঝরেপড়া (ড্রপ আউট) ছাত্রীদের হার কমছে না বরং প্রতিবছরই ড্রপ আউটের হার বাড়ছে। কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার উপবৃত্তি সংক্রান্ত এক তথ্য যাচাই করে দেখা গেছে, গত ৫ বছরে মিরপুরে ৪৬ হাজার ১১৬ জন ছাত্রীকে উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়। কিন্তু এরমধ্যে ২ হাজার ৮৭৫ জন ছাত্রীই ঝরে পড়েছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের এই অবস্থা। '৯৬ সালে মিরপুরে উপবৃত্তির আওতায় ড্রপ আউটের হার ছিল শতকরা ৫ দশমিক ৩৯ ভাগ, ২০০০ সালে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৬০ ভাগে। বাল্যবিবাহ, স্কুলে যাতায়াতে ছাত্রীদের নিরাপত্তার অভাব, পাঠদান ও গ্রহণে অনীহা, অকৃতকার্যতাসহ বিভিন্ন কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রীরা এসএসসি পাসের আগেই শিক্ষা জীবন থেকে দূরে সরে পড়ছে বলে জানা গেছে। আর শহর এলাকার তুলনায় গ্রামীণ ছাত্রীদের মধ্যে এই প্রবণতা আরো বেশি। মিরপুরের প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে, প্রতিবছরই উপবৃত্তির আওতায় আসা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে, এর আওতায় বাড়ছে ছাত্রীসংখ্যাও। কিন্তু ড্রপ আউটের হারও বাড়ছে। বাড়ছে ড্রপ আউটের সংখ্যাও। '৯৬ সালে মিরপুর উপজেলার ৩১টি বিদ্যালয়ের ৬ হাজার ১৫৩ জন ছাত্রীকে প্রথম কিস্তিতে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তিতে গিয়ে দেখা যায়, ৩২৭ জন ছাত্রী ঝরে পড়েছে। তখন দ্বিতীয় কিস্তিতে উপবৃত্তি প্রদান করা হয় ৮২৬ জনকে। এ বছরে ঝরে পড়ার হার শতকরা ৫ দশমিক ৩৯ ভাগ। '৯৭ সালে ঝরে পড়ে ৪৫২ জন। এ বছর ৩৪টি বিদ্যালয়ের ৭ হাজার ৮৬৬ জনকে প্রথম কিস্তিতে উপবৃত্তি দেওয়া হলেও দ্বিতীয় কিস্তিতে গিয়ে পাওয়া যায় ৭ হাজার ৪২৮ জন। ঝরে পড়ার হার ৫ দশমিক ৭৫ ভাগ, '৯৮ সালে ৩৫টি বিদ্যালয়ের ৯ হাজার ৪৯৫ জনের মধ্যে ঝরে পড়ে ৫২২ জন। '৯৯ সালে ১০ হাজার ৪৯৭ জনের মধ্যে ঝরে পড়ে ৫৬১ জন। আগের দুবছরের তুলনায় এ দুবছরে ঝরে পড়ার হার সামান্য কম। '৯৮ সালে শতকরা ৫ দশমিক ৫০ ভাগ ও '৯৯ সাল ৫ দশমিক ৩৪ ভাগ ঝরে পড়ে। কিন্তু এ দুবছরে ঝরে পড়ার হার সামান্য কমলেও ২০০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৮ দশমিক ৬০ ভাগে। ২০০০ সালে ৩৯টি বিদ্যালয়ের ১২ হাজার ৯৫ জন ছাত্রীর মধ্যে ১ হাজার ৪১ জনই ঝরে যায়।

মিরপুর উপজেলার আরেক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শুধু উপবৃত্তির আওতায় ঝরে পড়া ছাত্রীদের হারই বাড়ছে না। এসএসসি পরীক্ষায় ছাত্রীদের অকৃতকার্যের হারও বাড়ছে। '৯৯ সালে ১ হাজার ৩৬ জনের মধ্যে পাস করেছে ৭৮৬ জন। অকৃতকার্যের হার ছিল ১১ দশমিক ১০ ভাগ! কিন্তু ২০০০ সালে এই অকৃতকার্যের হার বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৪১ দশমিক ৫০ ভাগে। শুধু মিরপুর উপজেলায় নয়, কুষ্টিয়া জেলার অন্যান্য উপজেলার ঝরে পড়া ছাত্রী ও অকৃতকার্যের চিত্র প্রায় একই রকম বলে জানা গেছে।